সংবাদ

তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

রাবি শিক্ষক

রেজাউল করিম হত্যায় ৪ জেএমবি সদস্য

রাবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি স্থগিত

প্রতিনিধি, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. শামসুদ্দিন বলেছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী মুকুলকে হত্যায় চারজন ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তারা সবাই জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সদস্য। বগুড়া থেকে গ্রেফতার মাসকাওয়াত হাসান সাকিব ওরফে আবদুল্লাহ (২৩), আদালতে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে এসব জানিয়েছেন বলে আরএমপি কমিশনার দাবি করেন। গতকাল দুপুরে রাজশাহী পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আরএমপি কমিশনার মো. শামসুদ্দিন এসব কথা বলেন। এদিকে হত্যাকারীদের আশ্রয়দাতা তিন জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আদালত তাদের ৫ দিনের রিমান্ডও মঞ্জুর করেছে। দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে আরএমপি কমিশনার বলেন, গত রোববার বগুড়া থেকে মাসকাওয়াতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত সোমবার বিকেলে রাজশাহীর ২ নম্বর মহানগর হাকিম আদালতে অধ্যাপক রেজাউল হত্যা মামলায় তিনি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

জবানবন্দিতে মাসকাওয়াথ বলেন, চারজন হত্যার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তিনজন সরাসরি হত্যায় অংশ নেন। আরেকজন মোটরসাইকেলে ছিলেন। অধ্যাপককে হত্যার পর দুজন মোটরসাইকেলে এবং দুজন অন্যভাবে পালিয়ে যান। হত্যাকাণ্ডের পর তারা রাজশাহীর খরখড়ি এলাকায় আশ্রয় নেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পুলিশ রেজাউল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রেজাউল : করিম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই আশ্রয়দাতাদের তিনজনকে আটক করেছে। পরে তাদের রাজশাহী মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে তুলে ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক মোকসেদা আসগর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। এছাড়া হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও উদ্ধার করা হয়েছে। আরএমপি কমিশনার বলেন, মাসকাওয়াতের বাড়ি বগুড়ায়। তিনি রংপুর পলিটেকনিক থেকে পাস করেছেন। কেন অধ্যাপককে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদে মাসকাওয়াত বলেছেন, কারণটা তারা জানেন না। ওপর থেকে নির্দেশ পেয়ে তারা হত্যা করেছেন। এদিকে, সরকারের চার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও ১৪ দলের নেতাদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সব ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকালে জুবেরি ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, দৃশ্যমান অগ্রগতি হওয়ায় এবং সরকারের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আপাতত তাদের সব ধরনের কর্মসূচি স্থগিত করছেন। গত ২৩ এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রাজশাহীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাসার সামনে অধ্যাপক রেজাউলকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তার ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে নগরের বোয়ালিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন সন্দেহভাজন হিসেবে এবং শেষ চার জন জেএমবি সদস্য।